তানজিম কায়িদাতুল জিহাদ বি-বিলাদিল মাগরিব আল ইসলামি

জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন

প্রতিশ্রুত সময় আসন্ন হওয়ায় ইহুদীরা আতঙ্কিত

সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্য যিনি ইরশাদ করেছেন:

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

অর্থ: "সুতরাং যদি কখনো তুমি তাদেরকে যুদ্ধে পেয়ে যাও, তবে তাদের এমন শাস্তি দাও, যেন তাদের উত্তরসূরিরা তাই দেখে পালিয়ে যায়; তাদেরও যেন শিক্ষা হয়"। (সূরা আল-আনফাল ০৮:৫৭)

রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল, লড়াইকারীদের ইমাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, যিনি কোনো জাতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পোশাক পরিধান করে বের হলে, লড়াই না করে নিজের পক্ষ থেকে ফিরে আসতেন না।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ . إِلاَّ الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ " .

"ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন পর্যন্ত মুসলিমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই না করবে; তখন ইহুদীদেরকে মুসলিমরা হত্যা করবে। ইহুদী পাথর ও গাছের পেছনে আত্মগোপন করবে। গাছ অথবা পাথর তখন বলবে : হে মুসলিম! এই তো আমার পেছনে একজন ইহুদী; এসো এবং তাকে হত্যা করো— শুধু

২৮ রবিউল আওয়াল ১৪৪৫ হি. | ১৩ অক্টোবর ২০২৩ ই.

গারকাদ (লাইসিয়াম) বৃক্ষ ছাড়া কারণ এটা ইহুদীদের বৃক্ষ।” (সহিহ মুসলিম: ৭২২৯, ২৯২২)

আল্লাহর সন্তুষ্টি বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের সকল সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওপর, যাঁদেরকে ঈমানদারগণ ভালোবাসেন এবং মুনাফিকরা ঘৃণা করে। তারা ইহুদীদেরকে মুসলিমদের তরবারির উত্তাপ ও ধার চিনিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহর প্রশংসা ও সালাতের পর..

পুনরায় আমরা ওই আল্লাহর গুণকীর্তন করছি, যিনি আমাদেরকে এতদিন পর্যন্ত জীবিত রেখেছেন যেন, আমরা ইহুদীদের চেহারা কালো হয়ে যেতে দেখতে পারি। আমরা তাদেরকে আল্লাহর মুজাহিদ বান্দাদের হাতে ফিলিস্তিনে নিকৃষ্টতম শাস্তি ভোগ করতে দেখেছি। আল্লাহর বান্দাগণ তাদেরকে এমনভাবে আঘাত হেনেছেন, যেভাবে বাজপাখি অকস্মাৎ ছোঁ মেরে তার শিকার নিয়ে যায়। ইহুদীপালকে একের পর এক তারা জাহান্নামে পৌঁছে দিয়েছেন। এমনকি বরকতময় এই 'তুফানুল আকসা' অভিযানের পর ইহুদীরা তাদের নিহতের সংখ্যা গুণে শেষ করতে পারেনি। এই আঘাত অপ্রতিরোধ্য তুফানের মতো তাদের ওপর নেমে এসেছে। বনু কুরাইযা যুদ্ধের পর থেকে ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম উম্মাহ এমন অভিযান আর দেখেনি। তাই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর— তাঁর মহান অনুগ্রহ ও দয়ার উপযুক্ত প্রশংসা।

এই যুগান্তকারী ঘটনার পর আমরা ফিলিস্তিনে আমাদের মুজাহিদ ভাইদেরকে সাধারণভাবে এবং গাজা উপত্যকার আল-আকসা বাহিনী ও শহীদ ইজ্জুদ দীন আল-কাসসাম ব্রিগেডের প্রতি বিশেষভাবে আমাদের ভালোবাসা ও আন্তরিকতার শুভেচ্ছা বার্তা জানাচ্ছি। আমরা আপনাদের হাতে হাত রাখছি, আপনাদের কাজকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি, আপনাদেরকে অবিচলতা ও দৃঢ়তার প্রতি উৎসাহিত

করছি। যে কোনো মূল্যে এ পথে টিকে থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। জিহাদ ও লড়াইয়ের পথে আপনাদের সবর ও ধৈর্য ধারণ কামনা করছি। এটাই তো একমাত্র পথ, যে পথে অধিকার কখনও ক্ষুণ্ণ হয় না, বিনিয়োগ কখনও বিফলে যায় না। এ পথের শুরুতে সাফল্য, শেষে বিজয়। যে ব্যক্তি এ পথে অগ্রসর হতে থাকে, সে জান্নাতি নহরের পথেই অগ্রসর হয়।

ইহুদীদেরকে আমাদের ভাইয়েরা বন্দী করেছেন। তাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেছেন। যারা ইহুদীদের পক্ষে কথা বলতে চায়, তাদের কথায় তারা কান দেননি। মুজাহিদীন এই উম্মাহর উপর থেকে লাঞ্ছনার তরবারি সরিয়ে দেয়ার সংকল্প কছেন।

হে আমাদের ভাইয়েরা! আপনারা যেই পথ চলতে আরম্ভ করেছেন, আল্লাহর উপর ভরসা করে, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে, এই সফর সম্পন্ন করুন। কারণ আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যে আল্লাহকে সাহায্য করার সংকল্প করে।

হে আমাদের প্রিয় ভাইয়েরা! জেনে রাখুন, সম্মান ও গৌরবের এই পথ চলতে আপনারা সক্ষম। এ পথের পথিক নিঃসন্দেহে সম্মানিত। আজ ইহুদীদের উপর আপনারা যেই আঘাত হেনে যাচ্ছেন, নিশ্চয়ই তা গোটা মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে মর্যাদাশীল ও সৌভাগ্যবান বানিয়েছেন। আপনাদের হাতে ঈমানদারদের প্রতি সবচেয়ে বেশি শত্রুতা পোষণকারী গোষ্ঠীকে তিনি প্রতিরোধ করেছেন। রিবাতের ভূমিতে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের কোলে আপনারা নিকৃষ্ট জনগোষ্ঠীকে শাস্তি দিয়েছেন। তাই এই সৌভাগ্য ও মর্যাদার মূল্যায়ন করুন। এই পথ ছাড়া অন্য কোনো পথের কথা ভাববেন না। আল্লাহর শপথ করে বলতে পারি, অন্য কোনো পথে আপনারা গন্তব্য অবধি পৌঁছুতে পারবেন না। জেনে রাখুন, আপনাদের পেছনে গোটা মুসলিম উম্মাহ সমর্থন নিয়ে

দাঁড়িয়ে আছে। উম্মাহর মুজাহিদীন, উলামায়ে কেরাম, দাওয়াতী অঙ্গনের সাধকগণ এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিরা সকলেই আপনাদের পক্ষে। তারা আপনাদের জন্য দোয়া করছেন এবং আল্লাহর কাছে কামনা করছেন, যেন তারাও রিবাতের ভূমি ফিলিস্তিনে আপনাদের সঙ্গে অতি দ্রুত মিলিত হতে পারেন। আমরা সাধারণভাবে তানজিম আল-কায়েদা এবং বিশেষভাবে ইসলামী মাগরেব শাখার ভাইয়েরা, সুযোগসন্ধান ও সময়ের অপেক্ষা করে যাচ্ছি, যেন বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারে আপনাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে পারি। নিঃসন্দেহে আমাদের কাতার দুর্ভেদ্য সীসা-ঢালা প্রাচীরের মতো। আমরা ‘আল্লাহু আকবার’ তাকবীর ধ্বনি দিয়ে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ স্লোগান তুলে, আল্লাহর হুকুমে আপনাদের জয়যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে চাই।

ঈমানের আশ্রয়ভূমি, পশ্চিম তীরের ইসলামের সিংহদের উদ্দেশ্যে বলছি:

হে আমাদের প্রিয় ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলা ফিলিস্তিনের এই মহামূল্যবান সময়ের অবারিত সুযোগ সম্পর্কে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন। আমাদের এবং আপনাদের বিষয় অভিন্ন। এটা গোটা মুসলিমদের বিষয়। তাই আপনারা আপনাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্তি এবং জান্নাতের জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হোন। রাসুল সাল্ললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর যুদ্ধের সময় উল্লেখ করেছেন – আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

... রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত...”। (মুসলিম - ৪৮০৯)

প্রতিশ্রুত সময় আসন্ন হওয়ায় ইহুদীরা আতঙ্কিত

পশ্চিম তীরের ইহুদীদের পায়ের নিচকে অগ্নিভূমি বানিয়ে দিন। সর্বদিক থেকে, সকল পথ ও রাজপথ থেকে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন। তারা বুঝে ওঠার আগেই তাদের ওপর হামলে পড়ুন। শুধু তারাই আমাদের এবং আপনাদের ভাইদের উপর গাজা উপত্যকায় আঘাত করবে এই সুযোগ তাদেরকে দিবেন না। আপনারা গাজা উপত্যকার এতটাই নিকটে যে, তাদের জুতোর আওয়াজও যেন আপনাদের কানে পৌঁছে যায়। গাজা উপত্যকার ভাইয়েরা আমাদের অধিকৃত ভূখণ্ডের ইহুদী ও কাফেরদের প্রাণ কেড়ে নিয়ে তাদেরকে নির্মূল করছে। তাই আপনারাও তাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উঠে পড়ুন। ইহুদী গোষ্ঠী এবং তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হোন। যারা আপনাদেরকে ভোগবিলাসের পথে নিয়ে যেতে চায় এবং নিরাপত্তা বিধানের নামে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগুন নিভিয়ে দিতে চায়, তাদেরকে আপনাদের পথ থেকে সরিয়ে দিতে দ্বিধা করবেন না। নিঃসন্দেহে তাদের এমন কাজ বিশ্বাসঘাতকতা। বিলম্ব করার মতো সময় সুযোগ আর নেই। তাই হে সিংহের দল, আপনারা গোটা বিশ্বকে আস্তানার গভীর থেকে আপনাদের গর্জন শুনিয়ে দিন।

আমরা মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী গোটা মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশ্যে বলতে চাই:

হে উম্মাহ! এই তো রিবাতের ভূমিতে আপনাদের সন্তানেরা তাদের ও আমাদের লাঞ্ছনার সেই শিকল ভেঙে দিচ্ছেন, যা গত কয়েক দশক যাবৎ তাদেরকে এবং আমাদেরকে বন্দী করে রেখেছিল। এই পথে আল্লাহ তাদেরকে অগ্রগামী হবার সৌভাগ্য দান করেছেন। শৌর্য-বীর্যহীন ইহুদী গোষ্ঠী এবং বানরের বংশধরেরা বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রাঙ্গনে ধৃষ্টতা প্রদর্শনের পর আজ সিংহের দল জেগে উঠেছে। মুসলিম দেশগুলোর ধর্মনিরপেক্ষ দখলদার সরকারগুলো ইহুদীদেরকে সমর্থন ও

পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে। ইহুদীদের জারজ রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রকারের সহায়তা প্রদান করছে। মুসলিম উম্মাহর ক্রোধ থেকে তাদেরকে হেফাযত করছে।

তাই হে মুসলমানেরা! আপনারা আপনাদের শত্রুকে চিনে নিন। ফিলিস্তিনে আপনাদের মুসলিম ভাইদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসুন। আপনারা এবং তারা মিলে এমন অপ্রতিরোধ্য তুফান হয়ে উঠুন, যা বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে সকল অপবিত্রতা অপসারিত করে দেবে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রাঙ্গন পবিত্র করে তুলবে। আমাদের এবং বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের মাঝে শুধু সাইকাস-পিকট চুক্তির সীমান্তগুলো গুঁড়িয়ে দেয়াটাই বাকি, যা এই উম্মাহকে শতধা বিভক্ত করে দিয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের জন্য শুধু দরকার রিবাতের ভূমিতে মুজাহিদীনের সঙ্গে আমাদের মিলিত হওয়া। শুধুমাত্র তাহলেই খুব নিকট-ভবিষ্যতে আমরা বিজয়ের শুভেচ্ছা জানাতে পারবো। গতদিনে 'তুফানুল আকসা' অভিযানে আমরা যা দেখেছি, সেটাই আমাদের দাবির পক্ষে জোরালো দলীল। 'তুফানুল আকসা' আমাদের জন্য জীবন্ত সাক্ষী। সত্যনিষ্ঠ এই সাক্ষী মিথ্যা বলতে পারে না।

গৌরবের অধিকারী হে উম্মাহ!

কয়েক দশক পর আমাদের অধিকৃত ভূখণ্ডগুলোতে জান্নাতের বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে। ইহুদীদের দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাচ্ছে। তাই ফিলিস্তিনে আমাদের মুজাহিদ ভাইদেরকে আপনারা একা ছেড়ে দেবেন না। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমাদের ভাইদের সাহায্যে সকলেই সাধ্য মতো নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসুন। **আমরা মিথ্যাচারী রাফেজি গোষ্ঠীর প্রতিশ্রুতির কাছে তাদেরকে ছেড়ে দেবো না। ইরানি ষড়যন্ত্র মূলক পলিসির হাতে আমরা তাদেরকে ছেড়ে দেবো না। অভিশপ্ত কিছু রাফেজি অর্থায়নের কারণে আমাদের ভাইদের বিজয় নিয়ে রাফেজিরা দুঃসাহস দেখাবে, তা আমরা হতে দেবো না। এইতো এখন তারা**

প্রতিশ্রুত সময় আসন্ন হওয়ায় ইহুদীরা আতঙ্কিত

আমাদের ভাইদেরকে একা ছেড়ে দিয়েছে। তারা যদি আমাদের ভাইদের সাথেও থাকতো, তবুও তাদের কোনো উপকারে আসতো না। কারণ বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করেছেন সাইয়েদুনা উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু। অতএব তাঁকে যারা অভিশাপ ও গালাগাল দেয়, তারা কখনও এই পুণ্যভূমি পুনরুদ্ধার করবে না। তাই এই সৌভাগ্যের মালা ছিনিয়ে নিতে রাফেজি গোষ্ঠীর আগেই আপনারা চলে আসুন। তারা তো এমনিতেও কখনও এই সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবে না— যদিও সারা পৃথিবীর সকল সম্পদ তারা খরচ করে।

হে মুসলিমগণ!

ফিলিস্তিনে আপনাদের ভাইদের প্রয়োজন আপনারা পূরণ করুন। রাফেজি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সহায়তা ও সাহায্য-সামগ্রীর প্রয়োজন যেন আমাদের ভাইয়েরা অনুভব না করে।

اللهم مُنْزِلَ الكتابِ، ومُجرِيَ السَّحاب وهازمَ الأحزابِ، اهزِمْهم وانصُرْنا عليهم

অর্থ: “হে কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘ সঞ্চালনকারী এবং শত্রুসকলকে পরাজিতকারী! তুমি তাদেরকে পরাজিত কর এবং তাদের মুকাবিলায় আমাদেরকে সাহায্য কর।”

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين